গাংনীর স্কুল মাঠে নির্মাণ সামগ্রী, স্কুল ছুটি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাস্তা সংস্কারের প্রভাবশালী ঠিকেদার নির্মাণ সামগ্রি রেখে দেয়াতে গত একমাস ধরে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। গতকাল রোববার ঈদের ছুটি শেষে বিদ্যালয়টি খোলার পর স্কুল মাঠে পিচগলানো জন্য জ্বালানো চুলোর ধুয়াতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ক্লাসে থাকতে পারেনি। ফলে বাধ্য হয়ে ফের তিনদিনের জন্য স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গত দুইমাস আগে স্কুল মাঠে রাখা হয়েছে নির্মাণ সামগ্রী। বিদ্যালয়েই নির্মাণ শ্রমিকরা থাকেন। ফলে স্কুলের মাঠে খেলাধুলা করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। এই অবস্থা আরো কিছুদিন থাকবে বলে মনে করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, দুইশতাধিক শিক্ষর্থীী রয়েছে বিদ্যালয়টিতে। তাদের কোলাহল ও হইহুল্লোড়ে মুখোর থাকত বিদ্যালয়টির খেলার মাঠ। গত মে মাস থেকে বিদ্যালয়ের মাঠটি দখল করে রেখেছে সংস্কার কাজের নির্মাণ সামগ্রী। শুধু মাঠেই নয়, বিদ্যালয়ের বারান্দা শ্রমিকদের জন্য রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করেছেন নির্মাণ কাজের ঠিকাদার। ঠিকেদার সরকারি দলের সহযোগি সংগঠন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

সরেজমিনে গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামে ‘ভোমরদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ’এ দেখা যায়- রাস্তা সংস্কারের সরঞ্জাম রেখে দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় মাঠেই আগুন জ্বালিয়ে বিটুমিন গলানো হচ্ছে। এ কারণে কালো ধোঁয়ায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে শিক্ষার্থীদের। গ্রামের একমাত্র বড় এ স্কুল মাঠটিতে ভ্যাপসা গরমে বিকেল থেকে স্থানীয় বিভিন্ন বয়সের মানুষ উন্মুক্ত মাঠে বসে থাকতেন। তাও বন্ধ হয়ে গেছে। বিকেলে গ্রামের কিশোর যুবকদের খেলা ধূলা করতে পারছেনা মাঠ জুড়ে নির্মাণ সামগ্রির কারণে। ঠিকেদার প্রভাবশালী হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রামের কেউ আপত্তি জানাতে পারেনি নির্মাণ সামগ্রি রাখায়।

রোববার বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায়, মাঠের দুই–তৃতীয়াংশ জায়গায় ইটের কংক্রিট, বালু, মাটি, পাথর, বিটুমিনের ড্রাম স্তুপ করে রাখা

হয়েছে। বিটুমিন গলানোর জন্য বানানো চুলা স্থাপন করা হয়েছে বিদ্যালয় ভবনের পাশেই। ওই চুলাতে আগুন জ্বালালে ধোঁয়া বিদ্যালয়ের ভবনে প্রবেশ করে। সারা মাঠে ছোট ছোট কংক্রিট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রী অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। যা বড় ধরনের দুর্ঘটনার শঙ্কা থেকেই যায়। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, খেলাধূলার অনুশীলন দুরে থাক, ক্লাসরুমে যাতায়াতেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দেখে শুনে না চললে পায়ে পেরেক ফোটার ভয় তাড়া করে।◌্ ঈদের আগেও মাঠ জুড়ে নিমাণ সামগ্রি থাকার কারণে নোটিশ ছাড়া স্কুল ছুটি দেয়া হয়েছিল। রোববার স্কুলে আসার পর ফের তিনদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাসেদুল ইসলাম জানান- বিদ্যালয় মাঠে নির্মাণ সামগ্রী রাখার নিয়ম নেই। যখন নির্মাণ সামগ্রি রাখা হয় তখন বিদ্যালয় বন্ধ ছিলো। ফলে আপত্তি জানানোর সুযোগ মেলেনি। স্কুল মাঠে চুলো তৈরী করে বিটুমিন গলানো হচ্ছে। বিটুমিন গলানো ধুয়াতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা ভেবে তিনদিনের জন্য ঐচ্ছিক ছুটি দেয়া হয়েছে।

ঠিকাদার মজিরুল ইসলামের ব্যক্তিগত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি। অনেক বার ফোনের পর মহিলা কন্ঠে জানানো হয় ‘তিনি স্টোকের রোগি। ঘুমিয়ে আছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত নয়টার সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ

ওয়ালী আসিফ ইনান সাক্ষরিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্যাডে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার উদ্দেশ্য এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে ছাত্রসমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নতুন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। উক্ত কমিটিতে পদ প্রত্যাশী ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে আগামী সাত দিনের ভিতরে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কার্যালয় জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

দর্শনায় উদ্যোক্তার সৃষ্টির লক্ষে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে কর্মশালা

অনুষ্টিত

দর্শনায় এসো উদ্যোক্তা গড়ি স্লোগানে দামুড়হুদা, জীবনগর, ও দর্শনা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জনকে দেওয়া হয়েছে গুনি সংবর্ধনা। এ গুনি সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

এ সময় উদ্যোক্তার উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবুর হাতে গুনি সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি খন্দকার নাইমুল হাসান। দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, গোলাম ফারুক আরিফ, দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আলামীনের হাতে গুনী সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

এ উদ্যোক্তার সৃষ্টির লক্ষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় এসো উদ্যোক্তা গড়ি স্লোগানে দামুড়হুদা, জীবনগর, ও দর্শনা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক জাকজমকপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের উদ্যোগে প্রায় ৫শ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুল কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে দর্শনা কাম কমিউনিটি অডিটরিয়াম হলরুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি খন্দকার নাইমুল হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃশহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আলামিন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুস্তম আলী, নাগরীক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি ও খন্দকার গ্রুপ অফ কোম্পানিজের পরিচালক খন্দকার নাইমুল হাসান, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল রাশিদ তুর্য, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড গ্রুপ অফ কোম্পানীর নির্বাহী সহ-সভাপতি জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের পরিচালক ইশতিয়াক আহমেদ মল্লিক,

মাগুরা গ্রুপের গ্রুপ পরিচালক মাগুরা এগ্রিকালচারের চেয়ারম্যান মোস্তফা আক্তার মহিউদ্দিন, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সদস্য মোস্তফা জাফির মহিউদ্দিন, মাগুরা এগ্রিকালচার পার্কের পরিচালক খোশরোজ কিতাব মহল, ট্রেনিং কমিশনার জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের সহ-সভাপতি সামিদ রাজ্জাক,সঞ্চালনায় ছিলেন জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের পরিচালক মুনতাসির আজগার আকাশ।

মেহেরপুরে সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র পবিত্র কুরআনের সবক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুর শহরের ডক্টরস ল্যাব এর উদ্যোগে সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র পবিত্র কুরআনের সবক উদ্বোধনী ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেল ডক্টর ল্যাব সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র পবিত্র কুরআনের সবক উদ্বোধন করা হয় এসময় শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০ টি কোরআন শরীফ বিতরন করা হয়েছে।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম নূরানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মুফতি হাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়ার শিক্ষক মাওলানা মোঃ সিরাজ উদ্দিন।

ডক্টর ল্যাবের ম্যানেজার সাজু শেখের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পেয়াদাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মুফিত নুরুল ইসলাম, মল্লিকপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা হাসানুজ্জামান, মেহেরপুর ডক্টর ল্যাবের ডাক্তার মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম আবির, জনতা ব্যাংকের মেহেরপুর শাখার সাবেক এজিএম মোঃ আব্দুস সামাদ, মেমোরিয়াল ট্রাস্ট পবিত্র কুরআন শিক্ষার আসারের পরিচালক প্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ

মেহেরপুরে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় মেহেরপুরে বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করা হয়েছে ।

আজ শনিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সনদপত্র বিতরনের উদ্বোধন করেন মাগুরা ১ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর। অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শেখ আব্দুস সালাম। ব

ক্তব্য রাখেন বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল। পরে জেলা পর্যায় থেকে অতিথিরা প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন।

মেহেরপুর বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক নুরুল আহমেদ, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নই হচ্ছে বর্তমান সরকারের মুল লক্ষ্য। সেই লক্ষেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই কারনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষনের মাধ্যেমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে তারা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাড়াতে পারে।

বহুমুখী মানব কল্যাল সংস্থার মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদাহ, মাগুরা ও কুষ্টিয়া জেলার ১ হাজার ২ শত শিক্ষার্থীর মাঝে এ সনদপত্র বিতরন করা হয়।

নিয়োগ নিয়ে আবারও পায়তারা করছেন প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪টি পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদান করা হলেও নির্ধারিত কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ধারনা করা হচ্ছে পরীক্ষা না নিয়ে অর্থ গ্রহণ করা প্রার্থীদেরকেই নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এ নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রার্থীদের প্রবেশ পত্র প্রদান করা হয়। খবর পেয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধি নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলেও কেন্দ্রের গেটে তালা লাগানো দেখতে পান। সেখানে প্রায় দেড় ঘন্টা অবস্থান করেও কোন পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কিছুই দেখতে পাননি।

পরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী অনিসুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, এ ধরণের কোন পরীক্ষা নেওয়ার কথা বা কোন চিঠি তিনি পাননি। যে কারণে গতকাল শুক্রবার তাঁর প্রতিষ্ঠানে কোন নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। একই ভাবে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আশরাফপুর গ্রামের শিক্ষানুরাগী কয়েকজন জানান, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও আয়া পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি অখ্যাত দুটি পত্রিকায় প্রকাশ করে চারটি পদে ৩২ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন সভাপতি আনারুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন এমন অভিযোগ তোলের গ্রাম

বাসী। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশিত হলে তারা ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেন। পরবর্তিতে আবারও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই অভিযোগে কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর পদে জিনারুল ইসলাম, নিরাপত্তা প্রহরী পদে ইমাদুল ইসলাম, পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হাসান আলী ও আয়া পদে আঁখি খাতুন নিয়োগ দেওয়ার জন্য তাদের কাছে থেকে ওই টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। ওই চারজনকেই নিয়োগ দিতে আবারও তারা পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদান করেন।

নিয়োগপত্রে গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার কথা বলা হয়। কিন্তু পরীক্ষা না নিয়ে তারা তাদের বাছাইকৃত এবং যাদের কাছে থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদেরকেই নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট বিতরণ

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য” প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আয়োজনে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের এ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১শ ১১টি ট্যাবলেট বিতরন করা হয়।

ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব

হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে বছরের প্রথম দিনে যেমন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, তেমনই বিনামূল্যে ট্যাব বিতরণের কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। পর্যায় ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারি কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তা মফিজুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যাক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকসহ ৫৬টি শিক্ষা মেধাবী শিক্ষার্থী।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৫ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুরসহ ৫ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সার্টিফিকেট বিতরণের উদ্বোধন করেন মাগুরা ১ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর। তিনি বলেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় নিয়ে আসায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য।

সেই লক্ষেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই কারনে পিছিয়ে পড়া

জনগোষ্ঠীকে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারেন। তোমরা যারা আজ সার্টিফিকেট পাচ্ছো এর সদ ব্যবহার করবে।

বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গায় সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশীদ, মাগুরা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক আসাদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা কার্যালয় থেকে একযোগে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে ২ মাসের কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্স সম্পন্ন করেছেন প্রায় দুই হাজার আটশত শিক্ষার্থী। এর মধ্যে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারিতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯০৮ শিক্ষার্থী। পাশ করেছে ৭৪০ জন। পাসের হার ৮০ ভাগ। কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই চাকুরী করছেন। আবার কেউবা দোকান দিয়ে ব্যবসা করছেন। প্রশিক্ষন নিয়ে যারা এখনো বেকার বসে আছেন তাদেরকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্হা করছেন বলে জানালেন সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান আহমেদ পিপুল। এদিকে যারা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে বিআরটিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেয়া হয়।

“দুস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সুযোগ লাভ করা সুমির পাশে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করা এক হতদরিদ্র মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের মোঃ আলামিন শেখ ও মোছাঃ রুজিনা বেগম দম্পতির মেয়ে মোছাঃ সুমি খাতুন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সি-ইউনিট এ মেধা তালিকায় ২১২তম স্থান অর্জন করে।

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুমি অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েও ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সে খবর শোনামাত্র চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান সুমিকে ১৫০০০/- অর্থ সহায়তা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন । একইসাথে ভালোভাবে পড়াশোনা করে দেশ,জাতি ও সমাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেভাবে নিজেকে যোগ্য করে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন।

চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক সেলিম খান লাভলুর বিদায়ী সংবর্ধনা

টানা ৩১ বছরের মায়া মমতা ছিন্ন করে বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণ করলেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু(৬৫)। তিনি চারুলিয়া গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে। জানা গেছে আজ বিকাল ৪ টার দিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নুর আলম মনির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটুদহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফির বক্তব্য বলেন এ বিদায় সে বিদায় নয় হয়তো ভালো কিছু পাবার আশায় এ বিদায় নিতে হয়। দীর্ঘদিন একসাথে চলাফেরার পথে অনেক ভালোবাসার জন্ম হয়। সেসব ভালোবাসা ছিন্ন করে বিদায় লগনে কষ্টের সামিল হতে হয়। আরও বলেন ১৯৯২ সালে স্থপতি কাল থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে বিদ্যালয়টি।

বিদায়ী প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু জানান, ৩১ বছর দায়িত্বরত জীবনে আমার হাত দিয়ে মানুষের মতো মানুষ বানিয়েছি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিতে অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে।

আরও বলেন নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হারুনর রশিদ খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়টির সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম, সহকারী শিক্ষক মাহফুজুর রহমান খান, কাজী মাসুদ হক, মুসলিমা খাতুন, কানিজ ফাতেমা,সাবেক ছাত্র মুফতি ইকরামুল হক সুজন, লিজন খান সহ গোটা গ্রামবাসী। বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন পরাণ শেখ।